শিশুর প্রতিবন্ধিতা ও আমাদের করণীয়

মো. সাজেদুল ইসলাম

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ৬৫০,০০০ শিশু রয়েছে যারা মূলত চার ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার। এগুলো হলো-শারীরিক, দৃষ্টি, শ্রবণ ও মৃগী। সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ ও সচেতনতা প্রতিবন্ধিতার প্রকোপ কমিয়ে আনতে সহায়তা করতে পারে।

বাংলাদেশে সকল প্রতিবন্ধিতার পিছনে একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে প্রতীয়মান হয় যে, গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সময়ে মায়ের যত্ন, অসচেতনতা, সুচিকিৎসার অভাব, পুষ্টিহীনতা। সর্বক্ষেত্রে চিকিৎসাই প্রধান নয়, সচেতনতা, রোগ সম্পর্কে ধারণা, সঠিক চিকিৎসার ধারণা, চিকিৎসা সেবা কোথায় কীভাবে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে ধারণা না থাকাও একটি কারণ। প্রতিবন্ধীদের সমবেদনা নয়, সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষ তাদের অবহেলা না করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা দিন, তাহলে তারা ফিরে পাবে মনোবল, বোঝা হয়ে থাকবে না। দেশ ও সমাজ গড়ার কাজে তারা শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য করবে আমাদের।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু অন্য সকল শিশুর মতো স্বাভাবিক বলে শিশু জন্ম নেওয়ার পরপরই বোঝা যায় না। এক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন তিন মাস বয়স হওয়ার আগেই শিশুরা শব্দ বুঝতে পারে। যেমন ঘুমিয়ে থাকলে শব্দের মাত্রা বেশি হলে জেগে উঠবে। ৬ মাসের মধ্যেই কাছের মানুষের আওয়াজ শনাক্ত করতে সমর্থ্য হবে। ৯ মাস বয়সের মধ্যে শব্দের স্থান বা দিক নির্ণয় করতে পারবে। ব্যতিক্রম হলে কিছু সময় বেশি লাগতে পারে। তবে আওয়াজ বা শব্দের বিষয়ে যদি কোনো প্রতিক্রিয়া না হয় তাহলে অবশ্যই শিশুটিকে নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞকে দেখানো উচিত।

গর্ভকালীন মায়ের অসুস্থতা, রুবেলা, অপুষ্টি, অতি মাত্রায় ওষুধ সেবন, প্রসবকালীন সমস্যার কারণে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ করতে পারে। জন্ম পরবর্তী সময়ে শিশুর বিভিন্ন রোগের কারণেও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা হতে পারে যেমন কানের সংক্রামক, টাইফয়েড, মেনিনজাইটিস, নিউমোনিয়া, মাথা বা কানে আঘাত ইত্যাদি। একজন মা যদি এই বিষয়ে জানেন তবে তিনি নিজেই সময়মতো তার শিশুর শ্রবণ সমস্যা আছে কি-না পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তিন মাস বয়সের সময়েই শব্দ হয় এমন খেলনা বা বিভিন্নভাবে শব্দ করে আমরা পরীক্ষা করে নিতে পারি শিশুর শ্রবণ সমস্যা আছে কি-না। কানে কোনো ধরনের শলাকা বা ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকানো ঠিক নয়। মনে রাখা উচিত কান পরিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন হয় না। কান এমনি এমনি আপন গতিতে পরিষ্কার হয়ে যায়। কান দিয়ে পানি পড়া, পুঁজ বা ময়লা পড়লে বা ব্যথা হলে নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে শিশুকে শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা হলো দৃষ্টির ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম দেখা বা একেবারেই দেখতে না পাওয়া। এই প্রতিবন্ধিতা জন্মগত হতে পারে আবার জন্মের সময় বা জন্মের পরেও হতে পারে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে যেমন ছানিগত কারণ (যা অপারেশনে ভালো হয়), ভিটামিন-এ এর অভাব (গর্ভাবস্থায় মা এর অপুষ্টি, জন্মের পর হতে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর অপুষ্টি বা বড় কোনো অসুখ যেমন হাম, বসন্ত, ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি অসুখে শিশুর শরীরে ভিটামিন-এ এর অভাব হয় ও চোখের সমস্যায় আক্রান্ত হয়। এ সকল সমস্যার পরে শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেওয়া জরুরি।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা পেলে এ ধরনের শিশুরা লেখাপড়া, সামাজিক ও পেশাগত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আর এজন্য প্রয়োজন একীভূত/বিশেষায়িত স্কুলের মাধ্যমে দ্রুত বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পরিবার, সমাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা।

● **লেখক : সাংবাদিক**
ই-মেইল : sissabuj@yahoo.com